BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010026

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

ভাষানীতি ও মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা

সৌমি দাঁ

Teacher, Purba Bardhaman, West Bengal

Email: soumi96geography@gmail.com

সারাংশ:

শিশু মন সম্ভাবনার স্বর্ণখনি, যার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যম হলো শিক্ষা। শিক্ষার এই "দেওয়া-নেওয়া" প্রক্রিয়ায় ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন। শিক্ষার মাধ্যম যদি সহজ মাতৃভাষা হয়, তবে শিশুর মানসিক ও জ্ঞানীয় বিকাশ মসৃণভাবে ঘটে। ভাষানীতি এই প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সুনিশ্চিত করে, যাতে মাতৃভাষার সংরক্ষণ, বিকাশ ও শিক্ষায় প্রয়োগ নিশ্চিত হয়। প্রাক-স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতাত্তোর ভারতে বিভিন্ন কমিশন—উডের ডেসপ্যাচ, হান্টার, স্যাডলার, রাধাকৃষ্ণণ, মুদালিয়ার ও কোঠারী—সবাই মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছাড়াও উর্দু, নেপালি, কুরুখ, কামতাপুরী ইত্যাদি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা শিশুর চিন্তা, অনুভূতি, সৃজনশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশে মুখ্য ভূমিকা রাখে। এটি তার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের মূলভিত্তি। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ সহজ, স্বাভাবিক ও হৃদয়গ্রাহী হয়। তবে সফল মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন দক্ষ শিক্ষক, প্রশিক্ষণ, উন্নত পাঠ্যপুস্তক ও সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি। সর্বোপরি, মাতৃভাষা শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করে ব্যক্তিত্ব ও জাতীয় চেতনার বিকাশ ঘটায়।

মূল শব্দ: *ভাষানীতি, মাতৃভাষা, প্রাথমিক শিক্ষা, রাষ্ট্রীক শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার্থী, ভাষাশিক্ষা।*

ভূমিকা:

শিশু মন হল সম্ভাবনার স্বর্ণখনি। সেই সম্ভাবনা প্রকাশের তাড়নায় অধীর। স্বর্ণখনি থেকে সেই সব সম্ভাবনা গুলোকে পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করে 'শিক্ষা'। আর বিকশিত সম্ভাবনার সোনার পরশে মানব শিশু হয়ে উঠে সার্থক। 'শিক্ষা' তো আকাশ থেকে পড়ে না। মানব শিশুকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাকে অর্জন করতে হয়। শিক্ষায় এই দেওয়া-নেওয়া একটাবড়ো ব্যাপার। দেওয়ার কাজ যিনি কারন তিনি শিক্ষক। তিনি যেখান থেকে দেন তা হল বিদ্যালয়। শিক্ষা বা বিদ্যালয় মূলত রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রনাধীন তা সে সরকারী হোক বা বেসরকারী হোক। একটা রাষ্ট্রের নৈতিক ও সংবিধানিক দায়িত্ব হল এই দেওয়া-নেওয়ার পথটাকে মসৃন করা, বিজ্ঞান সম্মত বাস্তবমুখী করা এবং যুযোপযোগী ও ফলপ্রসু করা। তাতেই শিশুর পূর্ণ বিকাশ- শিক্ষার উদ্দেশ্য পূরণ সম্ভব।

রাষ্ট্রীক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই দেওয়া-নেওয়াটার ক্ষেত্রে 'ভাষা' একটা জীয়ন কাঠি হিসাবে কাজ করে। আগেই বলেছি এই দেওয়া নেওয়া পথটা মসৃন হওয়া বাঞ্ছনীয়। পথ যদি বন্ধুর হয় তবে দেওয়া-নেওয়া প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বিভিন্ন ভাবে এই পথকে মসৃন করার দায়িত্ব পালন করে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোতে বিরাজমান ভারত তথাঅঙ্গ রাজ্য সমূহ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সরকারও এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং সার্থক ভাবে পালন করার চেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চালিয়ে যাচ্ছে। সেই জন্য শিক্ষানীতি এসেছে। শিক্ষানীতির মধ্যে স্থান পেয়েছে ভাষানীতিও।

ভাষানীতি হল একাটা জাতির ভাষা বিশেষ করে তার মাতৃভাষাকে রক্ষা, উন্নত ও সর্বস্তরে ব্যবহারের জন্য প্রণীত রাষ্ট্রীয় বা সরকারী নীতিমালা। ভাষানীতি সরকারী কাজে ভাষার ব্যবহার, শিক্ষাসহ প্রশাসনিক কাজকর্মে সেই ভাষার প্রয়োগ ও উন্নয়নের জন্য একটা কাঠামো তৈরি করে। ভাষার উন্নতি, মর্যাদা অনেকটা নির্ভর করে এই ভাষানীতির ওপর। ভাষানীতি ভাষার অধিকারকে রক্ষা করে, ভাষাগত বৈচিত্র কে অক্ষুন্ন রাখে। বিভিন্ন মাতৃভাষার পারস্পারিক সহবস্থানকে সুনিশ্চিত করে, শিক্ষায় বিশেষত প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাভিত্তিক শিক্ষায় শিশুর মানসিক, প্রাক্ষভিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। যথার্থ ভাষানীতির অভাব মাতৃভাষাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, অন্য ভাষার দাপাদাপি কে বাড়িয়ে দেয় এবং বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠী ভাষাবিস্মৃতির অতলান্তে হারিয়ে যায়।

প্রাক স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষে শিক্ষানীতিতে ভাষানীতির অন্তর্গত মাতৃভাষার ওপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে একদিকে যেমন মাতৃভাষার গৌরব ও মর্যাদাকে রক্ষার চেষ্টা হয়েছে, অপরদিকে শিক্ষাও সার্থকতার পথে পরিচালিত হয়েছে।

প্রাক স্বাধীনতা পর্বের ভারতবর্ষের শিক্ষা ক্ষেত্রে 'উডের ডেসপ্যাচ' (১৮৫৪) তে Vernacular language কে ইংরেজির পাশাপাশি শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহনের কথা বলা হয়েছিল। হান্টার কমিশন (১৮৮২-৮৩) এবং কার্জনের শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষাকে, বিবেচনা করা হয়েছিল। 'স্যাডলার কমিশন' (১৯১৭-১৯১৯)-এ বিদ্যালয়ে স্তরে -মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার জোরালো প্রস্তাব দেওয়া হয়।

স্বাধীনতাত্তোর পর্বে রাধাকৃষ্ণাণ কমিশন (১৯৪৮-৪৯), মুদালিয়র কমিশন (১৯৫২-৫৩)- এ মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গণ্য করা হয়। ১৯৫৬- খ্রিস্টাব্দে Central Advisory Board of Education ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে 'Three Langauge Formula' নীতি উত্থাপন করে। কোঠারী কমিশন ও এই ত্রিভাষা সূত্র মেনে নিয়ে শিক্ষায় মাতৃভাষা ছাড়া আরও দুটি ভাষা শিখবার সুপারিশ করেন। সুপারিশ হল-ক. নিম্ন প্রাথমিক স্তর - শুধু মাতৃভাষা খ. নিম্ন মাধ্যমিক স্তর :১. মাতৃভাষা, ২. ইংরেজি/হিন্দি ৩. অন্য একটি আঞ্চলিক ভাষা ভারতীয়/ ইউরোপীয় ভাষা গ. উচ্চ প্রাথমিক স্তর -মাতৃভাষা ও উপরিলিখিত ভাষাগুলোর যে কোন একটি ভাষা।

এই জন্য জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষায় মাতৃভাষাকে(বাংলা)কে মাধ্যম করা হয়েছে এবং মাতৃভাষা ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

মাতৃভাষা তো মায়ের মুখনিঃসৃত ভাষা। শিশু জন্মের পর পরই প্রথম যে ভাষা শোনে, যে ভাষার কথা বলে, যে ভাষায় তার মনের ভাব প্রকাশ করে সেটা মাতৃভাষা।

শিক্ষা একটা বিকাশমান প্রক্রিয়া। এখানে দুটি উপাদান খুব গুরুত্বপূর্ণ - ১. দৈহিক বিকাশ, ২. মানসিক বিকাশ শিশুর বিকাশমান জীবনে, আলো, বাতাস, জল, হাওয়া, খাদ্য, পানীয় যেমন তার দৈহিক বিকাশকে পুষ্টি দেয়, তেমনি মাতৃভাষা ও শিশুর মানসিক

বিকাশকে সঞ্জীবিত করে, তার চেতনার উন্মেষ ঘটায়। শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ায় এ যেন একটা রূপার কাঠি আর একটা সোনার কাঠি। মাতৃভাষার ধ্বনির সাথে লীন হয়ে থাকে শিশুর আস্থা, বিশ্বাস।

একটা শিশু তার নিজস্ব পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে স্বাভাবিক নিয়মে বেড়ে ওঠে। দৈহিক পরিণমনের সাথে তার ভাষারও বিকাশ হয়। সূত্র ধরে শিশুর চিন্তা ভাবনা, আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন কল্পনা সব কিছু স্বর্ণলতার মতো জড়িয়ে যাকে মাতৃভাষার সাথে।

মাতৃভাষাকে আশ্রয় কারই শিশুর জীবন গড়ে ওঠে। ভাষাশিক্ষার দুটি দিক থাকে -একটা তার বহিরঙ্গের দিক আর একটা তার অন্তরঙ্গ দিক। একটা বাজবার দিক, অন্যটা বুঝবার দিক। ভাষা শোনা, বলা, লেখা ও পড়া এগুলো হল ভাষার বহিরঙ্গ দিক বা বাজবার দিক। আর যেগুলোকে আত্মীকরণ করে বোঝবার দিক হল তার বুঝবার দিক বা অন্তরঙ্গ দিক। শিশু তার গৃহপরিবেশেই ভাষার শোনা ও বলারকাজটি সম্পন্ন করে। কিন্তু পড়া ও লেখার কাজটা তো বাড়িতে হয় না- তার জন্য শিশুকে বিদ্যালয় আঙিনা তে পা বাড়াতে হয়। বিদ্যালয় পরিবেশে শিশুকে পড়া ও লেখার কাজটা শিখতে হয়। ভাষানীতিতে বিশেষ করে মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের কাজ হবে শিশুকে পড়তে ও লিখতে সাহায্য করা। প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে বর্ণের যথাযথ বিশেষত মাতৃভাষা বাংলার ক্ষেত্রে যুক্তবর্ণ গুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করা। সাধু ও চলিত রীতি যাতে মিশে গুরুচন্ডালি দোষে শিশু না ভোগে তা নিশ্চিত করা। ভাষার অন্তর্গতশব্দের যথাপোযুক্ত ব্যবহার ও যতির সঠিক সংস্থাপন। স্পষ্ট উচ্চারনের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দভাবে পাঠাভ্যাস তৈরি করার দিকেও সুনজর রাখতে হবে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর চিন্তন ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটাতে সাহায্য করতে হবে। শিশুর মানসিক, প্রাক্ষভিক, নৈতিক ও সৃজন ক্ষমতা বিকাশ ও প্রকাশ ঘটানো হবে মাতৃভাষা ভাষা শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সর্বোপরি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও শৃঙ্খলা পরায়ণতা বিষয়ও যাতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুরাআয়ত্ত করতে পারে সেদিকে সজাগ থাকতে হবে।

আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষা প্রচলিত হয়েছে। মাতৃভাষায় উপযুক্ত বিষয়ভিত্তিক বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টাও চলছে সর্বাত্মকভাবে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। তবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ছাড়াও আরো বেশ কয়েকটি মাতৃভাষাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছাড়াও উর্দু, নেপালি, কুরুখ, কামতাপুরী ভাষাকে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে বিড়হোর ভাষা, টোটো ভাষা, ধিমাল ভাষা, শবর ভাষা, হাজং ভাষা, থার ভাষা মালতো ভাষা, বাউতিয়া প্রভৃতি ভাষাও পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন। এই ভাষার ও নিজস্ব ব্যাকরণ ও শব্দ ভান্ডার আছে। এই এইসব মাতৃভাষা গুলো কেউ বিবেচনায় রাখলে ভালো হয়। তা না হলে কালের গর্ভে এগুলো একদিন বিলীন হয়ে যাবে।

আমরা তো আগেই জেনেছি মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধের মত। এর কোন বিকল্পনেই। তাই অন্য কোন ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করলেশিক্ষা বাধার সামনে পড়বে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্ব, তাই অনির্বচনীয়। মাতৃভাষা দৈনন্দিন জীবনের ভাব প্রকাশের ভাষা, যোগাযোগ, আত্মরক্ষা, লেনদেন, হিসাব নিকাশের ভাষা তাই প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যমই হলো মাতৃভাষা। সমাজ বন্ধনেরযোগ সূত্র ভাষা মাতৃভাষা। এ ভাষা শিশুর সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ককে সহজ ও সুন্দর করে। তাই মাতৃভাষা শিশুর সামাজিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। মনের ভাব-ভাবনা-আশা -আকাঙ্খ মাতৃভাষার মাধ্যমে রূপ পায়। মাতৃভাষা জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। শিক্ষার প্রথম স্তর থেকেই মাতৃভাষা জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতি সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। ভাষা বোধ থেকেই শিশুমনে এই শাশ্বতবোধ জাগ্রত হবে। মাতৃভাষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়ায় শিশুর বিকাশে এই ভাষা সহায়ক। মাতৃভাষাশিখতে সময়ও শক্তি নিত্যান্তই কম লাগে। শিশুর সুখ দুঃখ হাসি কান্না প্রকাশের ভাষা মাতৃভাষা হওয়ায় হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতি এই ভাষা কেই আশ্রয় করে বিকশিত হয়। শিক্ষাকে জীবনের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। মাতৃভাষাই এই কাজ সহজে করে। তাই মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রয়োজন।

মানসিক উন্নতির জন্য মানবিক গুণের বিকাশে এ ভাষা অদ্বিতীয়। শিক্ষার লক্ষ্য জীবনের বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিত পরিবর্তন সাধন। ভাষা দক্ষতার মৌলিক দিকগুলোকে উপযুক্ত ও নিপুনভাবে ব্যবহার করে শিক্ষারউক্ত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব। স্থান কাল পাত্র এবং প্রয়োজন ভেদে ভাষা তথা মাতৃভাষাকে উপযুক্তভাবে প্রয়োগ করার উপরেই ব্যক্তি জীবনের সাফল্য নির্ভর করে। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিশুর সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করে। উদারতা দয়া সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী প্রকাশ পায়। মাতৃভাষার জন্য তরুণ সমাজ জীবন দানে কুণ্ঠিত হয় না। একুশে ফেব্রুয়ারি তারই প্রমাণ। শিক্ষার্থী সমগ্র জীবনের সাথে মাতৃভাষা গভীর ও অন্তরঙ্গ যোগাযোগের ফলেই তার চিন্তাশক্তি বুদ্ধিবৃত্তি স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে, সেই কারণেই মাতৃভাষা হয়তো 'বুদ্ধিবৃত্তির সঞ্জীবনী রসায়ন'।

এসব কারণে জন্যই মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুরা তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে ধারাকে অব্যাহত রেখেছে। মধুসূদন দত্ত তাই বোধহয় বঙ্গভান্ডারে বিবিধ জ্ঞানের কথা বলেছেন। তাছাড়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়ে তাদের সমর্থন জানিয়েছেন।

তবে শুধু প্রাথমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম করলে হবে না। দক্ষ মাতৃভাষা শিক্ষক, শিক্ষকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের ভাষাভিত্তিক বিভিন্ন কর্ম তৎপরতা গ্রহণ, উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, সঠিক মূল্যায়ন পদ্ধতি, বানান ভুল প্রবণতা কমানো, যথাযথ উচ্চারণ, শিক্ষা সহায়ক উপকরণের যথাযথ ব্যবহার, মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষাকে সফল করে তুলতে কম ভূমিকা রাখেনা।

তথ্যসূত্র :

1. পিয়ারউদ্দিন আহমেদ (শিক্ষক)-বল্লভ পাড়া জগন্নাথ আশ্রম উচ্চ বিদ্যালয়, নদীয়া
2. মাতৃভাষা বাংলা শেখার প্রাথমিক স্তর - রাশিদা জামাল
3. ভাষা শিক্ষণের নীতিসমূহ - banglacharcha.com
4. Education in India- J C Agarwal
5. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস- মিহির কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রণব কুমার চক্রবর্তী, দেবশ্রী ব্যানার্জি
6. ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাস ও দর্শন- ড: সুশান্ত কুমার দে
7. শিক্ষা: তত্ত্ব ও ইতিহাস- প্রফেসর তপন কুমার ঘোষ
8. Toto language and Rajbongshi language: a comparative study- Chandan Barman et al
9. ভাষাবিদ্যা ও বাংলা ভাষা- জিবেশ নায়েক

Citation: **দাঁ. সৌ.,** (2025) "ভাষানীতি ও মাতৃভাষা ভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.